পরিচিতি

~~[illegible]~~

১

উদীয়মান কবি মোজাম্মেল আহমদ অনেকের কাছেই সুপরিচিত। 'শাবান-তুলন' তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। কয়েক মাস পূর্বে ইহার পাণ্ডুলিপি তিনি আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। আমি পড়িয়া আমার মতামত তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ছন্দ ও মিলের দিক দিয়া যেখানে যেখানে ত্রুটি ছিল, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছিলাম। সেই অনুসারে মোজাম্মেল সাহেব অনেকগুলিই অল্প-বিস্তর সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু দেখিলাম অনেক স্থলে এখনও কিছু কিছু ত্রুটিচ্যুতি ~~[illegible]~~ রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। 'শাবান-তুলন' সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেই ~~[illegible]~~ বলিতে হয়।

প্রত্যেক আর্টেরই বহিরঙ্গ (exoteric) ও অন্তরঙ্গ (esoteric) আছে। আঙ্গিকে (technique) ভুল থাকিলেও যদি কোন শিল্পের অন্তরে কোন ভাব বা প্রেরণা থাকে, তবে তাহাও আর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুভূতির আন্তরিকতা (sincerity of feeling)-ই হইল আর্টের প্রাণ, অনুভূতি যত গভীর হইবে, আর্টও তত সার্থক হইবে (the deeper the sincerity, the greater is the Art)। এই অনুসারে বিচার করিলে 'শাবান-তুলন'কে সহজেই প্রেরণা-সঞ্চারী উদ্দীপনাশীল বলিতে হয়। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির মধ্যে একটা সুন্দর ভাবালুতা এবং সারল্য আছে, যাহা পাঠকের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না। লেখক তাহার বক্তব্য সরল ভাষাতে সহজ সুরে বলিয়া গিয়াছেন,

ইহা লাভ করিবার ছিল। অথচ 'ওমর খৈয়াম' ও 'হাফিজের' অনুবাদেই — কবি — এই স্বাদ যদি রচনা করিতেন, তাহা হইলেও দুঃখ ও প্রকাশ-ভঙ্গির কাঠামো হইত — এত কম তৃপ্তিদায়ক হইত না।

নবীনের দৃষ্টিতে কবির অনেক কথাই হয়ত অনেকে — তার বাণী কোথায় ঠেকিবে, কিন্তু এই বাংলা 'ওমর খৈয়ামী' রস পান করিতে গেলে এরূপ অপরিণত হইলে চলিবে না। রূপক-ভাষার মধ্যে কবির ইঙ্গিত কী এবং লক্ষ্য কোথায়, তাহার বিচার করিতে হইবে।

আশা করি — এই গ্রন্থ খানি — সাহিত্যরসিকদের কাছে — যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

শান্তিনিকেতন
২-১১-৪৮

ক্ষিতিমোহন সেনশর্মণ